বিজিবি'কে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিএসএফ'কে আহবান

হাসিনা ভারতের প্রতি তার দাসত্বের আরও একটি মাইলফলক স্থাপন করল

সংবাদঃ

গত ২৫/০৮/২০১৪ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ এবং ভারত ৫ দিনব্যাপী বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন সমাপ্ত করেছে। "আম্ব্রেলা অফ জয়েন্ট এক্সারসাইজ" নামক এই যৌথ উদ্যোগে বিএসএফ বিজিবি'কে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সম্মত হয়েছে। পরস্পরের আরও কাছে আসার জন্য উভয় দেশ এই যৌথ প্রশিক্ষণটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ব্যাপারেও সম্মত হয়েছে।

মন্তব্যঃ

বিএসএফ সর্বদাই বাংলাদেশের ভূখন্ডে প্রবেশ করে সাধারণ নিরস্ত্র মানুষদের খুন, অপহরণ, আটক এবং অত্যাচার করে থাকে। এরূপ ভারতীয় বর্বরতার বলি শিকার হয় প্রধানত দরিদ্র কৃষক এবং তাদের পরিবার। ২০১১ সালের ৭ই জানুয়ারি বিএসএফ এর গুলিতে ফেলানি খাতুন নামক ১৫ বছরের কিশোরীর লাশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলে ছিল। সেই থেকে "ফেলানি হত্যা" ভারতীয় শত্রুতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বিগত ১০ বছরে বিএসএফ প্রায় ১০০০ নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিকদের খুন করার মাধ্যমে সীমান্ত এলাকাকে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম খুনের রাজ্যে পরিণত করেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের মতো শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা না করে বরং তার কাছ থেকে সহায়তা চাওয়ার চেয়ে ভয়াবহ খবর আর কিছুই হতে পারে না।

খিলাফত রাষ্ট্রের ধ্বংসের পর থেকে বারবার এটি প্রমাণিত হয়ে আসছে যে মুসলিম ভূখন্ডগুলোর শাসকদের বসানোই হয়েছে উম্মাহ্'র শত্রুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। বিএসএফ দ্বারা পাখির মতো নিরীহ মানুষদের হত্যার বিপরীতে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ভারতে পাঠানো হয় "মৈত্রী কাপ" টুর্নামেন্ট খেলার জন্য! এসব গুরুত্বহীন সম্মেলন এবং হাস্যকর প্রীতি খেলা আয়োজনের মাধ্যমে হাসিনা দেশবাসীকে যার-পর-নাই অপমানের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে।

হে দেশবাসী মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আমরা কি কঠিন গুনাহগার হচ্ছিনা হাসিনার মতো এরূপ প্রতারক শাসকদের প্রতিবার ক্ষমতায় বসানোর মাধ্যমে যাদের কাজই হল আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল এর নির্দেশ অমান্য করা?

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের বাইরের অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা আরও মারাত্মক।" [আলি ইমরানঃ ১১৮]

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বাণী সত্য। ভারত এসব শাসকদের দ্বারা আমাদের ক্ষতি সাধনের কোন চেষ্টাই বাদ রাখেনি। গনতন্ত্র নামক পুতুল শাসক তৈরির শাসনব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব শাসকদের এই বিশ্বাসঘাতকতাই যথেষ্ট।

হে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ! পিলখানা হত্যাযজ্ঞে ভারতকে সহায়তাকারী এই ঘাতক হাসিনার প্রতি এখনো অনুগত থাকার জন্য তওবা আপনারা কবে করবেন? যে শত্রু আপনাদের প্রিয় সহকর্মীদের নারকীয় কায়দায় হত্যা করেছিল এবং তাদের পরিবার পরিজনদের শ্লীলতাহানির মতো ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়েছিল তার কাছ থেকে হাসিনার সাহায্য কামনা কি আপনাদের এতটুকু বিচলিত করে না? তাই এখনই সময় সেসব কর্মীদের নুসরাহ্ (সহায়তা) দেয়ার যারা এসব প্রতারক শাসকদের উৎখাত করে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রাসূল তোমাদের এমন জিনিসের দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।" [আল-আনফালঃ ২৪]

০৫/০৯/২০১৪

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিসের জন্য লিখেছেন

ইমাদুল আমিন, হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সদস্য